সংবাদ

তারিখ ... OCT. 1 4 2006 ...
পৃষ্ঠা · ৩ কলাম ৩....

ড. ইউনূস নোবেল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালো বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের পর বিশ্বদরবারে আরেক দফা মাথা উঁচু হলো বাংলাদেশের। বাংলাদেশের মাটির অকৃত্রিম সন্তান ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানিত পুরস্কার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের মধ্য শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

গতকাল নরওয়ের রাজধানী অসলোতে নোবেল পুরস্কার কমিটি মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংককে যৌথভাবে শান্তির জন্য ২০০৬ সালের নোবেল পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করে। নোবেল পুরস্কার প্রদান কমিটি বলেছে : তৃণমূল থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা সূচনার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংককে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়নের এই কৌশল এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উগান্ডা পর্যন্ত বিশ্বের নানা দেশে। নোবেল কমিটি বলেছে : সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী যদি দারিদ্র্যের শৃঙ্খল মুক্তির পথ খুঁজে না পায়, তা হলে স্থায়ী জয় : পৃ : ১১ ক : ৭

জয় : নোবেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শান্তির লক্ষ্য কখনই অর্জিত হবে না। ক্ষুদ্রঋণ সেই শৃঙ্খল মুক্তির একটি প্রচেষ্টা। তৃণমূল পর্যায় থেকে উন্নয়নের এই ধারা মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকেও সহায়তা করে। এসব নানা বিষয় বিবেচনার পর পাঁচ সদস্যের নোবেল পুরস্কার প্রদান কমিটি এ বছর বিশ্বের ১৯১ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে বেছে নেন বাংলাদেশের ৬৬ বছর বয়স্ক অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম। এই পুরস্কারের আর্থিক মান হচ্ছে ১ দশমিক ৩৬ মিলিয়ন ডলার (৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা)। আগামী ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে অসলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্রথম বাংলাদেশী এবং শান্তিতে প্রথম নোবেল জয়ী বাঙালি ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এর আগে নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ীদের মধ্যে রয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান, মাদার তেরেসা, দালাই লামা প্রমুখ। নোবেল শান্তিজয়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাতিসংঘ, ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে তালিকায় এবার যুক্ত হলো বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের নাম। এবারে নোবেল শান্তি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা। এ টাকার ৪ কোটি ৯০ লাখ পাবেন মুহাম্মদ ইউনূস এবং বাকি ৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা পাবে গ্রামীণ ব্যাংক।

গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টায় পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে ড. ইউনূসের নাম ঘোষণা করেন নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ওলে ডানবল মিয়স।

গরিবের ব্যাংকার হিসেবে পরিচিত ড. ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জনক। যারা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিতে পারে না তাদের জামানত ছাড়া ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে গ্রামীণ ব্যাংক। যে কেউ বিশেষ করে দরিদ্র মহিলারা দল গঠন করে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ক্ষেত্রেই দরিদ্ররা ঋণের অর্থ ফেরত দিয়ে থাকে। ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর দারিদ্র্য নিরসনে এর উদ্ভাবনী ক্ষমতার কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ক্ষুদ্রঋণ বর্তমানে দারিদ্য নিরসন ও উন্নয়নের প্রধান উপায় বলে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে বীরদর্পে স্থান করে নিয়ে জানান দিয়েছিল, তার গর্বিত অবস্থান। হাজার বছরের বাঙালি জাতি যেন জেগে উঠেছিল। আজ এই ২০০৬ সালে শান্তির জন্য বাংলার এক যশস্বী সন্তান মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে আরেকবার বাংলাদেশের তিলকে যুক্ত করলো আরেকটি যুগান্তকারী ও জগৎজোড়া সাফল্যের লাল গোলাপ। সারা বিশ্ব তাকিয়ে দেখছে বাংলাদেশ অনেক গর্বের একটি সম্মান অর্জন করল।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসই প্রথম বাঙালি যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানজনক পুরস্কার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন। এর আগে আরও দু'জন বাঙালি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে এবং ড. অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন একমাত্র বাঙালি ড. ইউনূস।

গতকাল নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর গ্রামীণ ব্যাংক ভবন চত্বরে আনন্দের বন্যা : মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার খবর পৌঁছার পরপরই সারাদেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, বিরোধীদলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের জন্য এ মহান গৌরব বয়ে আনায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার খবর প্রকাশ হওয়ার সময় ড. ইউনূস ঢাকায় মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন তার বাসভবনে ছিলেন। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শত শত মানুষ ছুটে যান সেখানে। দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক, পেশাজীবী– সব বয়স আর সব পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানান। তিনি সবাইকে নিয়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জনের আনন্দ উপভোগ করেন।

ব্যাটিংয়ের পর বাংলাদেশ আ
ফিরে তাকায়নি।
জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক প্রস্পা
স জিতে বাংলাদেশকে ব্যাট কর
জানান। বাংলাদেশ ধীরগতিতে
করে এবং ১০ ওভার শেষে
মাত্র ২৮ রান যোগ করতে সমর্থ
ইনিংসের শুরুর দিকে
পেসাররা শাহরিয়ারকে কিছুটা
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আ
তুঙ্গে পৌঁছে যান। স্কয়ারলেগ ও
ওপর দিয়ে একের পর এক বাউ
তিনি রানের চাকা সচল রাখেন।
স্পিনাররা ছিলেন তার প্রধান
বিশেষত অধিনায়ক উতসিয়া।
বলের মোকাবেলা করে শাহরিয়া
যোগ করে নেন।
রেইন্সফোর্ডের বল থার্ডম্যা
বাংলাদেশের আগামী দিনের কা
পূর্ণ করেন। গোটা ইনিংসে ১
মোকাবেলা করে তিনি ১৭টি ব
টি ছক্কা মেরেছেন।
তার অপরাজিত ১২৩ রান
ক্রিকেটে বাংলাদেশের
ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ স্কোর। ম্যা
ম্যাচের লড়াইয়ে ন্যাটা এ তরুণ
বিকল্প ছিল না।
মোহাম্মদ আশরাফুলের পরিব
সা রাজিন সালেহ ৬ রান
রেইন্সফোর্ডের বলে এলবিডব্লিউ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যা
রোববারের সব প
সোমবার অনুষ্ঠিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে
রোববার অনুষ্ঠেয় সব পরীক্ষ
অনিবার্য কারণে পরিবর্তন কর
পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী
অনার্স-২০০৫ এবং বিএসসি
কম্পিউটার সায়েন্স পার্ট-৪
২০০৪-এর পরীক্ষা পরদিন
অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের
অন্যান্য পরীক্ষার তারিখ
থাকবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

শাইখ সিরা
মায়ের ইন্তে